ড. রাগিব সারজানি

বয়কট

অনুবাদ

ইফতিখার আহমাদ ইনান

সম্পাদনা

সদরুল আমীন সাকিব

মাকতাবাতুল হাসান

অর্পণ

বন্ধু জামীল হাসান করকমলে। যার কিছুকালের বন্ধুত্বপূর্ণ সঙ্গ, বুদ্ধিদীপ্ত সৎ পরামর্শ এবং অসম্ভব যত্নের পুঁজি নিয়ে এখন-ও আমি পথ চলি।

—অনুবাদক

সূচি পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের মুখবন্ধ	৯
লেখকের কথা	১৩
বয়কটের প্রেক্ষাপট	১৫
বয়কটের শরয়ি নীতিমালা	১৯
বয়কটের উপকারিতা	২২
বয়কটের দশটি উপকারিতা	২৩
বয়কট সংক্রান্ত কিছু সংশয় ও তার নিরসন	৩৯
পাঁচটি সংশয় নিয়ে আলোচনা	৪০
বয়কট-ভাবনা	৫১
ডাক্তারদের প্রতি বিশেষ উপদেশ	৫৩
শেষ কিছু কথা	৬১

অনুবাদকের মুখবন্ধ

দীর্ঘ সময় ধরে মুসলিম উম্মাহ ভয়ংকর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্বকলহ যেন পিছুই ছাড়ছে না মুসলিম দেশগুলোর। পশ্চিমারা সর্বশক্তি ব্যয় করে ইতিহাসের নৃশংস ও বর্বর সব হামলা চালিয়ে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে সাহাবায়ে কেরাম আর উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হাতে-গড়া সাজানো শহরগুলো। রক্ষা পাচ্ছে না মসজিদগুলোও। দেখা গেছে, খুনি আসাদ ও পুতিনের বোমার আঘাতে শাম বিজয়কারী খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এ যেন ধারালো ছুরি দ্বারা আমাদের হৃদয়কে শত আঘাতে রক্তাক্ত করার নামান্তর।

অসভ্য কাঁটাতার বৃহৎ উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে রেখেছে। আমরা চাইলেই এখন নির্যাতিতদের সাহায্য করতে পারছি না। আমাদের হৃদয়ে তো উম্মাহর জন্য নিখাদ, নিবিড় ভালোবাসা আছে; তবে বাহ্যিকভাবে আমরা যে একরকম বয়কটের শিকার! চলমান পৃথিবীতে নিপীড়িত উম্মাহর পাশে দাঁড়াতে চাইলে দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে আমাকে দমিয়ে দিয়ে বলা হবে—'তুমি তো বাঙালি, তোমার এত কীসের প্রেম'। আসলেই আমরা এক অসভ্য ও বর্বর পৃথিবীতে বাস করছি।

হাদিসের শিক্ষা হলো, জালেম-মজলুম উভয়কেই সাহায্য করা। এই অপারগ অবস্থায় আমরা হাদিসের এই শিক্ষাকে কীভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, তা এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে বলব, প্রথমে আমাদের কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। এটা কেবল অপারগ অবস্থার বিধান নয়; বরং সর্বাবস্থায় একজন মুসলিমের এই বিধান মেনে চলতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

আল্লাহর ইরশাদ হলো—

> ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না’। সুরা মুমতাহিনা: ১

এটা আমাদের আকিদার অংশ। এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভুললে চলবে না। এই চরম অপারগ অবস্থাতেও কার্যকরী একটি পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি, যা শত্রুদের জন্য যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়ে কম কিছু না। তা হলো, অর্থনৈতিক বয়কট। হ্যাঁ, আমি সত্য বলছি। শত্রুরা একে বাঘের মতোই ভয় পেয়ে থাকে। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকার লেখক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রাগিব সারজানির ভাষায়—

> “সামর্থ্য, উপায়ের অভাবে এবং বিশ্বের নিকট আমাদের গুরুত্বহীনতার কারণে যদি আমরা আমাদের ভাইদের ওপর আরোপিত অবরোধ ভাঙতে সক্ষম না হই, যদি আমাদের এতটুকু শক্তি না-ই থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের অস্ত্র দিয়ে তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি আমরা! অবশ্য তা-ও সম্পাদন করতে হবে শরয়ি সীমারেখার গণ্ডিতে অবস্থান করে। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে বয়কট-যুদ্ধের চেয়ে সহজ আর কিছু নেই। বয়কট করতে হবে ইহুদি এবং তাদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষক—তথা ইসরাইল, আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ তাদের নীতিতে চলা প্রতিটি পক্ষের পণ্যসামগ্রী।
>
> পাশাপাশি, এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আদর্শ মুসলিমের পরিচয় কার্যকর রাখতে হবে। অবশ্যই আমরা শরয়ি নীতির বাইরে গিয়ে পশ্চিমা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদলে নোংরা কোনো পন্থা অবলম্বন করব না।।”

কীভাবে আমরা অর্থনৈতিক বয়কট প্রয়োগ করব, আসলেই এটি কাজের কিছু কি না, আমরা পারব তো, আমাদের শরিয়ত কী বলে এ ক্ষেত্রে—এসব নানান প্রশ্নের উত্তর পাবো এই পুস্তিকাটিতে। অতএব, এর গভীর অধ্যয়নে আপনাদের স্বাগতম।

পুস্তিকাটির লেখক ড. রাগিব সারজানি। তাঁকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। অনূদিত রচনাটির আরবি নাম ‘اخي الطبيب قاطع’ (আমার ডাক্তার ভাই, বয়কট করুন)।

তৃতীয় বিশ্বের দেশ মিশরের মেডিসিন বিভাগ তুলনামূলকভাবে কিছুটা উন্নত। তাই লেখকের মূল ফোকাস ছিল এদিকটায়, সে হিসেবে এই নাম। তবে ভেতরের আলোচনাগুলো সর্বপ্রকার জনগণ এবং সর্বপ্রকার পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক।

অন্তর থেকে শুকরিয়া রইল মাকতাবাতুল হাসান পরিবারের জন্য। তারা এমন একটি যুগোপযোগী রচনা বাজারজাত করতে এগিয়ে এসেছেন। শুকরিয়া জানাই সম্পাদক সাহেবকে। তিনি ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দিন-রাত সময় দিয়েছেন। শুকরিয়া সাদিক ফারহান ভাইয়ের প্রতি, যার অশেষ প্রীতি না থাকলে পুস্তিকাটি নিশ্চয় আমার মাধ্যমে অনূদিত হয়ে আসত না। সংশ্লিষ্ট সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও ভালোবাসা।

যা কিছু কল্যাণকর, সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু ত্রুটি, সব আমার এবং শয়তানের দায়ে। মানুষের বড় একটি দুর্বলতা হলো, সে ভুল করবেই। তাই কোনোরূপ অসংগতি, ভুল পরিলক্ষিত হলে তা অবগত করার জন্য বিশেষ অনুরোধ রইল পাঠক মহলের কাছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়েতের উপর অবিচল রাখুন, আমিন!

—ইফতিখার আহমাদ ইমন
২/৭/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

লেখকের কথা

হে আল্লাহ, আমাদের যে ইলম দান করেছেন, তার মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন; যে ইলম আমাদের উপকারে আসে, তা শিক্ষা দিন; আমাদের ইলম বাড়িয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট গোচরে-অগোচরে আপনার প্রতি তাকওয়া অবলম্বনের তওফিক কামনা করি, নিজেদের ক্রোধ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ন্যায় ও সত্য বলার তাওফিক চাই, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায় মিতব্যয়ী হতে পারার প্রার্থনা জানাই, অফুরন্ত নেয়ামত ও নয়নজুড়ানো অফুরান ভান্ডার পাওয়ার কামনা করি।

হে আল্লাহ, আমাদের ইমান দ্বারা সজ্জিত করুন, হেদায়েতের পথে আহ্বানকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত হিসেবে কবুল করুন।

হে আল্লাহ, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করুন আমাদের সর্দার প্রিয় নবিজি এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের ওপর।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

পরকথা,

প্রিয় ডাক্তার ভাই আমার,

ফিলিস্তিন, ইরাকসহ মুসলিমবিশ্বের বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত বিভিন্ন স্থানে আজ চরম সংকটপূর্ণ অবস্থা চলছে। একে সামনে রেখে দ্বীন ও উম্মাহর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অনেক সন্তানের আলোচনায় উঠে আসে, আমাদের এখন কী করণীয়? এসমস্ত দেশের ভাইদের সাহায্য করার কি কোনো ইতিবাচক, কার্যকর পন্থা আছে? এরই পরিপেক্ষিতে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, বিশেষত ইহুদি মালিকানাধীন কোম্পানিসমূহের পণ্য বয়কটের চিন্তাকে একটি প্রতিরোধব্যবস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে এর উপকারিতা নিয়েও পক্ষ-বিপক্ষের নানা আলোচনা শোনা যায়।

প্রিয় ডাক্তার ভাই, সমাজে আপনার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থান আছে, আপনি ইচ্ছা করলে অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন। আর সে জন্যই আপনার জন্য রচিত আমার এই ছোট্ট পুস্তিকা। এখানে আমি বয়কট নামক অস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এটি প্রয়োগের নিশ্চিত ফলাফল এবং একে ঘিরে সৃষ্ট সন্দেহসমূহের জবাব তুলে ধরার চেষ্টা করব।

আল্লাহর কাছে কামনা, তিনি যেন এই কাজকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন এবং একে লেখক ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য উপকারী সাব্যস্ত করেন।

— ড. রাগিব সারজানি

বয়কটের প্রেক্ষাপট

অবরোধ বা বয়কটের এ কৌশল প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মুসলিমদের চাপে ফেলে নতিস্বীকারে বাধ্য করতে মুশরিকরা বহুবার এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

গত ১৪০০ বছর ধরেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বয়কটনীতি প্রয়োগ হচ্ছে। এর শুরু হয়েছিল মক্কার মুশরিক কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বনি হাশেমের মুমিন-কাফের নির্বিশেষে 'শিয়াবে আবু তালেব'-এ অবরোধের মাধ্যমে, যা চলেছিল দীর্ঘ তিন বছর। এরপর থেকে সময়ে-সময়ে এর ব্যবহার চলছেই। তবে দিন-দিন এতে বৃদ্ধি পেয়েছে জুলুম, নির্দয়তা এবং ধ্বংসের মাত্রা।

আমরা ইরাক, লিবিয়া, সুদান, ইরান, বসনিয়া, কোসোভা, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, বিশেষ করে আমাদের প্রিয় ভূমি ফিলিস্তিনে কঠোর রূপে এই বয়কটনীতি প্রয়োগ হতে দেখেছি। আমরা দেখেছি, কীভাবে তাদের এই নীতি একটি মেকি সভ্যতার নিকৃষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে: যে সভ্যতা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যার রূপে চিত্রায়ন করে চলেছে।

ইরাকের চিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দীর্ঘ আট বছর অবরোধের পর ১৯৯৮ সালের জরিপ অনুযায়ী অবরোধ এবং বোমাবর্ষণের ফলে ইরাকের প্রায় পনেরো লাখ মানুষ মারা গিয়েছিলে, যার বেশির ভাগই ছিল শিশু।

কিন্তু এই জুলুমের প্রতিবাদে আমরা কী করেছি?

বলেছি—হারাম! আমাদের সঙ্গে যা করছ, তা হারাম! ইসলামে একটি প্রাণী বা উদ্ভিদের সঙ্গেও এমন আচরণ হারাম! একটি বিড়ালকে আটকে রাখাও হারাম! একটি কুকুরকে পানি পান থেকে বঞ্চিত রাখাও হারাম! অনর্থক একটি গাছ কেটে ফেলা বা একটি খেজুর গাছ উপড়ে ফেলাও হারাম!!

তবে জনাব, এ যে কেবল আমাদের শরিয়তে হারাম; কিন্তু তাদের নীতি-আদর্শে যে, তা উত্তমতর কাজ!! আর সে-জন্যই তো:

—বিমান হামলার মাধ্যমে গুচ্ছ-গুচ্ছ বোমা ফেলেও আমেরিকা-ইংল্যান্ডের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই।

—ইরাকের লাখ-লাখ শিশুর অপুষ্টিজনিত কষ্টেও তাদের চোখে দুঃখের কোনো রেখা নেই।

—বই-খাতার সংকটে, অভাব-অনটনের কারণে ইরাকি শিশুদের চারভাগের এক ভাগ স্কুলে না যেতে পারার কারণেও তাদের বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই।

—দুধ ও টিকার অভাবে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার শিশুর মৃত্যুতেও তাদের কোনোরূপ অনুতাপ নেই।

—ইরাকের আকাশে-বাতাসে ইউরিনিয়াম মিশে যাওয়ার ফলে পৃথিবী টিকে থাকলে বিলিয়ন বছর যাবৎ যে মারাত্মক টিউমারের সৃষ্টি হবে, গর্ভস্থ সন্তানকে বিকলাঙ্গ হতে হবে, এতেও তাদের বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

হ্যাঁ, কোনো কিছুতেই এ দু-দেশের কোনো প্রকার লজ্জা নেই! আর প্রসিদ্ধ উক্তি তো জানাই আছে—যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে যাচ্ছেতাই করে যাও!!

অতএব, আমাদের এখন কী করা উচিত?! প্রায় ১৩০ কোটি সদস্যবিশিষ্ট এ মুসলিম জাতির এখন করণীয় কী হতে পারে?!

প্রিয় ভাই, আপনার কি এটি ঠিক মনে হয় যে ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া, কসোভা, আফগানিস্তান, সুদান এবং লিবিয়ায় যা ঘটছে, কোনো পদক্ষেপ ব্যতীত তা এভাবেই চলতে দেওয়া যায়?! আমরা কি এর বিরুদ্ধে কোনো কিছুই করতে পারি না?!

এটা কি উচিত যে আমরা নিজেদের চোখে এতকিছু দেখার পর, নিজেদের কানে এতকিছু শোনার পর তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকবে তথৈবচ বিশ্বভ্রাতৃত্বের নিরিখে?! এত কিছুর পরও কি আমরা তাদের সাথে কিছু না হওয়ার ভান করেই আচরণ করে যাব?!

এটা কি সংগত যে আমাদের রক্ত ব্যতীত যাদের পিপাসা মেটে না, সেই তাদেরই সঙ্গে আমরা পূর্ববৎ ক্রয়বিক্রয় চালিয়ে যাব!

মনে বিন্দু পরিমাণ দাগ কাটা ছাড়াই আমরা আগের মতো তাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বিনোদনদ্রব্য নিয়ে মেতে থাকব, তা কি কোনো ন্যায়ানুগ বিষয় হতে পারে, বলুন?!

কোথায় আজ নিজেদের ভাইয়ের প্রতি দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরগুলো...? কোথায় আজ সকলের পর্যবেক্ষক ও আমলের হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহর ভয়ে ভীত হৃদয়গুলো...??

সামর্থ্য, উপায়ের অভাবে এবং বিশ্বের নিকট আমাদের গুরুত্বহীনতার কারণে যদি আমরা আমাদের ভাইদের ওপর আরোপিত অবরোধ ভাঙতে সক্ষম না হই, যদি আমাদের এতটুকু শক্তি না-ই থাকে, তবে কমপক্ষে তাদের অস্ত্র দিয়ে তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারি আমরা! অবশ্য তা-ও সম্পাদন করতে হবে শরয়ি সীমারেখার গণ্ডিতে অবস্থান করে। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে বয়কট-যুদ্ধের চেয়ে সহজ আর কিছু নেই। বয়কট করতে হবে ইহুদি এবং তাদের নির্লজ্জ পৃষ্ঠপোষক—তথা ইসরাইল, আমেরিকা, ইংল্যান্ডসহ তাদের নীতিতে চলা প্রতিটি পক্ষের পণ্যসামগ্রী।

পাশাপাশি, এ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী আদর্শ মুসলিমের পরিচয় কার্যকর রাখতে হবে। অবশ্যই আমরা শরয়ি নীতির বাইরে গিয়ে পশ্চিমা ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আদলে নোংরা কোনো পন্থা অবলম্বন করব না।

* * *